ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

রদ্দুল মুহতার: কিতাবুত তালাক

৫০. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ-এর সংজ্ঞা কী? (ما هو تعريف الطلاق شرعا؟)
৫১. তালাকের হুকুম কী? (ما هو حكم الطلاق؟)
৫২. তালাকের রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী? (ما هي أركان الطلاق؟)
৫৩. সরীহ (প্রকাশ্য) তালাক ও কিনায়া (অপ্রকাশ্য) তালাকের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما هو الفرق بين الطلاق الصريح والكناية؟) ৫৪. তালাকুল বিদআত (অসম্মত উপায়ে তালাক)-এর বিধান কী? (ما هو حكم طلاق البدعة؟)
৫৫. রাজয়ী তালাক কী? (ما هو الطلاق الرجعي؟)
৫৬. বাইন তালাক কী? (ما هو الطلاق البائن؟)
৫৭. বাইন তালাকের পর কি রাজআত (ফিরিয়ে নেওয়া) বৈধ? (هل تجوز الرجعة بعد الطلاق البائن؟)
৫৮. তালাকের ক্ষেত্রে তাফভীয (অধিকার অর্পণ)-এর অর্থ কী? (ما هو معنى التفويض في الطلاق؟)
৫৯. শর্তাধীন তালাক (তালাকুন মুআল্লাক)-এর বিধান কী? (ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟)
৬০. খুলা (অর্থের বিনিময়ে বিচ্ছেদ) কী? (ما هو الخلع؟)
৬১. রাগান্বিত ব্যক্তির তালাক কখন কার্যকর হয়? (متى يقع طلاق الغضبان؟)
৬২. মাতাল ব্যক্তির তালাকের বিধান কী? (ما هو حكم طلاق السكران؟)
৬৩. জবরদস্তিমূলকভাবে দেওয়া তালাকের বিধান কী? (ما حكم طلاق المكره؟)
৬৪. ইদ্দত বা অপেক্ষার সময়কাল কী? (ما هي العدة؟)
৬৫. ইদ্দতের প্রকারভেদ কী কী? (ما هي أنواع العدة؟)

৬৬. রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারী মহিলার ভরণপোষণের বিধান কী? (ما حكم نفقة المعتدة من طلاق رجعي؟)
৬৭. ইলা (স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম) কী? (ما هو الإيلاء؟)
৬৮. যিহার (মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করা) কী? (ما هو الظهار؟)
৬৯. তালাকের পর মুতআ (উপঢৌকন)-এর বিধান কী? (ما هو حكم المتعة بعد الطلاق؟)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর : কিতাবুত তালাক

৫০. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ-এর সংজ্ঞা কী? (ما هو تعريف الطلاق شرعا؟)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন বা ‘মিছাক’, যা সারা জীবনের জন্য অটুট থাকাই কাম্য। কিন্তু অনিবার্য কারণে যখন স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন শরিয়ত বিচ্ছেদের যে পথ দেখিয়েছে, তাকে তালাক বলে।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি ‘তালাক’ (الطلاق) শব্দটি ‘ইতলাক’ (الإطلاق) থেকে এসেছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো— ‘বন্ধন মুক্ত করা’, ‘ছেড়ে দেওয়া’ বা ‘গিট খুলে দেওয়া’। যেমন আরবীতে বলা হয় ‘তালাকান নাকাহ’ অর্থাৎ উটটি রশি থেকে মুক্ত হয়েছে বা ছাড়া পেয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফি ফিকহের পরিভাষায় এবং ‘রদ্দুল মুহতার’-এর আলোকে তালাকের সংজ্ঞা হলো:

“নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অথবা ভবিষ্যতে (ইদ্দত শেষে) বৈবাহিক সম্পর্কের বাঁধন বা গিট ছিন্ন করাকে তালাক বলে।”

(هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ)

বিশ্লেষণ:

১. নির্দিষ্ট শব্দ: তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শব্দ বা 'আলফাজ' ব্যবহার করা জরুরি। যেমন— 'তোমাকে তালাক দিলাম' (সরীহ) বা 'তুমি চলে যাও' (কিনায়া)। মনে মনে তালাক দিলে তালাক হয় না।

২. তাৎক্ষণিক বা ভবিষ্যতে: 'তালাকে বাইন' দিলে সম্পর্ক সাথে সাথেই ছিন্ন হয়। আর 'তালাকে রাজয়ী' দিলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ভবিষ্যতে ছিন্ন হয়।

৩. বৈবাহিক বন্ধন: তালাক কেবল বৈধ স্ত্রীর ওপর পতিত হয়। যার সাথে বিবাহ হয়নি, তাকে তালাক দেওয়া যায় না।

তালাক হলো শরিয়তের একটি চূড়ান্ত সমাধান, যা পারিবারিক অশান্তি দূর করার জন্য দেওয়া হয়েছে, খেলার বস্তু হিসেবে নয়।

৫১. তালাকের হুকুম কী? (ما هو حكم الطلاق؟)

উত্তর:

তালাক প্রদান করা জায়েজ কি না, বা কখন এটি ওয়াজিব বা হারাম হয়—এ নিয়ে ফিকহশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। একে 'হুকুমুত তালাক' বা তালাকের বিধান বলা হয়।

মূল হুকুম:

হানাফি মাযহাব মতে, স্বাভাবিক অবস্থায় বা কোনো কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া 'মাকরুহ' (অপছন্দনীয়) এবং আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"আল্লাহর নিকট হালাল কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বা ঘৃণিত হলো তালাক।" (সুনানে আবু দাউদ)

অবস্থাভেদে হুকুমের ভিন্নতা:

তালাকের হুকুম পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পাঁচ প্রকার হতে পারে:

১. ওয়াজিব (আবশ্যক): যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়, সালিশি বৈঠকেও সমাধান হয় না এবং একত্রে থাকলে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হওয়ার

আশঙ্কা থাকে (যেমন— একে অপরের হক আদায় না করা), তখন তালাক দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. হারাম (নিষিদ্ধ): বিদআতি সময়ে তালাক দেওয়া, যেমন— স্ত্রী যখন হায়েজ (মাসিক) অবস্থায় আছে অথবা যে তুহুরে (পবিত্র অবস্থায়) সহবাস হয়েছে, সেই সময় তালাক দেওয়া হারাম। তবে দিলে তালাক হয়ে যাবে।

৩. মুস্তাহাব (উত্তম): স্ত্রী যদি অসৎ চরিত্রের হয় বা ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে না চায় এবং স্বামীকে পাপ কাজে বাধ্য করে, তবে তাকে তালাক দেওয়া মুস্তাহাব।

৪. মুবাহ (জায়েজ): যদি স্ত্রীর আচরণে স্বামী মানসিকভাবে খুব কষ্ট পায় বা বনিবনা না হয়, তবে তালাক দেওয়া জায়েজ।

৫. মাকরুহ (অপছন্দনীয়): কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া সুখে শান্তিতে থাকা অবস্থায় তালাক দেওয়া মাকরুহ। এটি শয়তানকে খুশি করে।

৫২. তালাকের রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী? (ما هي أركان الطلاق؟)

উত্তর:

যেকোনো কাজ বা চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করার জন্য তার কিছু মৌলিক স্তম্ভ বা 'রুকন' থাকা অপরিহার্য। তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্যও সুনির্দিষ্ট রুকন রয়েছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী তালাকের মূল রুকন ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

তালাকের রুকন (রুকনুত তালাক):

হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, তালাকের রুকন হলো— তালাকদাতার (স্বামীর) মুখের কথা বা শব্দ। অর্থাৎ, স্বামী যখন তালাকের দিকে ইঙ্গিত করে কোনো শব্দ উচ্চারণ করে (যেমন— "আমি তালাক দিলাম"), তখনই এই রুকন পাওয়া যায় এবং তালাক অস্তিত্ব লাভ করে।

তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি:

রুকনের পাশাপাশি তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি পক্ষ বা বিষয়ের উপস্থিতি জরুরি:

১. তালাকদাতা (মুত্তাল্লিক): তালাকদাতাকে অবশ্যই স্বামী হতে হবে। তাকে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেল) হতে হবে। পাগল, শিশু বা ঘুমের ঘোরে থাকা ব্যক্তির তালাক ধর্তব্য নয়। তবে হানাফি মতে, মাতাল বা জবরদস্তিকৃত ব্যক্তির তালাকও পতিত হয়।

২. তালাকগ্রহীতা (মহল): তালাকটি যার ওপর পতিত হবে, তাকে অবশ্যই স্ত্রী হতে হবে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে বৈধ বিবাহ বন্ধন থাকতে হবে অথবা স্ত্রী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে থাকতে হবে। আজনাবি বা পরনারীকে তালাক দেওয়া যায় না।

৩. শব্দ বা লিখন (সিগাহ): তালাকটি স্পষ্ট শব্দে, ইশারায় (বোবার ক্ষেত্রে) বা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। মনের ইচ্ছা বা নিয়ত রুকন নয়, তবে কিনায়া (অস্পষ্ট) শব্দের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত।

৫৩. সরীহ (প্রকাশ্য) তালাক ও কিনায়া (অপ্রকাশ্য) তালাকের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما هو الفرق بين الطلاق الصريح والكناية؟)

উত্তর:

তালাক প্রদানের সময় স্বামী যে শব্দগুলো ব্যবহার করে, তার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার ওপর ভিত্তি করে তালাককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: 'তালাকে সরীহ' এবং 'তালাকে কিনায়া'। এদের মধ্যে হুকুম ও ফলাফলের দিক থেকে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

১. তালাকে সরীহ (الطلاق الصريح):

- **সংজ্ঞা:** 'সরীহ' অর্থ স্পষ্ট। যেসব শব্দ সমাজে এবং শরিয়তে একমাত্র তালাকের জন্যই ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলোকে সরীহ তালাক বলে। যেমন— "তোমাকে তালাক দিলাম", "তোমাকে ডিভোর্স দিলাম"।
- **নিয়ত:** এই শব্দগুলো উচ্চারণ করলে স্বামীর মনে তালাকের **নিয়ত বা ইচ্ছা থাকা জরুরি নয়**। রাগের মাথায়, ঠাট্টা করে বা ভয় দেখানোর জন্য বললেও তালাক হয়ে যাবে।

- ফলাফল: সরীহ শব্দের মাধ্যমে সাধারণত 'তালাকে রাজয়ী' (প্রত্যাহারযোগ্য তালাক) পতিত হয়। ইদ্দতের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।

২. তালাকে কিনায়া (طلاق الكناية):

- **সংজ্ঞা:** 'কিনায়া' অর্থ ইঙ্গিতবহ বা অস্পষ্ট। যেসব শব্দ তালাক ছাড়াও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে (যেমন— তিরস্কার বা প্রত্যাখ্যান), সেগুলোকে কিনায়া তালাক বলে। যেমন— "তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও", "তোমার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ", "তুমি আজাদ"।
- **নিয়ত:** এই শব্দগুলো দ্বারা তালাক হওয়ার জন্য স্বামীর মনে তালাকের **নিয়ত থাকা বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (যেমন ঝগড়া) থাকা আবশ্যক**। নিয়ত না থাকলে তালাক হবে না।
- **ফলাফল:** কিনায়া শব্দের মাধ্যমে তালাক দিলে তা **'তালাকে বাইন'** (বিচ্ছেদকারী তালাক) হয়। এতে বিবাহ সাথে সাথেই ভেঙে যায় এবং নতুন আকদ ছাড়া স্ত্রীকে ফেরানো যায় না।

৫৪. তালাকুল বিদআত (অসম্মত উপায়ে তালাক)-এর বিধান কী? (ما هو حكم طلاق البدعة؟)

উত্তর:

তালাক প্রদানের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে একে 'তালাকে সুন্নাহ' এবং 'তালাকে বিদআত'—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। শরিয়ত নির্দেশিত পদ্ধতির বাইরে তালাক দেওয়াকে 'তালাকে বিদআত' বা বিদআতি তালাক বলা হয়।

সংজ্ঞা:

তালাকে বিদআত প্রধানত দুইভাবে হতে পারে:

১. সংখ্যাগত বিদআত: এক তুহুরে (পবিত্র অবস্থায়) বা এক মজলিসে একসাথে তিন তালাক দেওয়া।

২. সময়গত বিদআত: স্ত্রী যখন হায়েজ (মাসিক) বা নিফাস অবস্থায় আছে, অথবা যে পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই সময়ে তালাক দেওয়া।

হানাফি মাযহাবের বিধান:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চার মাযহাবের ঐকমত্যে— তালাকে বিদআত বা বিদআতি পন্থায় তালাক দেওয়া কঠিন গুনাহের কাজ এবং হারাম। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর খেলাফ।

তালাক পতিত হওয়া:

তবে গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এই তালাক 'কার্যকর' বা পতিত হয়ে যাবে।

- যদি কেউ একসাথে তিন তালাক দেয়, তবে তিন তালাকই পতিত হবে এবং স্ত্রী 'মুগাল্লাজা বাইন' হয়ে যাবে।
- যদি কেউ হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়, তবে তালাক হয়ে যাবে, কিন্তু স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার (রুজু করার) জন্য, যাতে সে পবিত্র অবস্থায় সুন্নাহ তরিকায় তালাক দিতে পারে।

যুক্তি:

তালাক স্বামীর অধিকার। সে যদি ভুল সময়ে বা ভুল পদ্ধতিতে তার অধিকার প্রয়োগ করে, তবুও তার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, যেমন— নিষিদ্ধ সময়ে ব্যবসা করলে বিক্রি শুদ্ধ হয়ে যায়, যদিও গুনাহ হয়।

৫৫. রাজয়ী তালাক কী? (ما هو الطلاق الرجعي؟)

উত্তর:

তালাক প্রদানের পর বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা বা ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগের ভিত্তিতে তালাকের একটি প্রকার হলো 'তালাকে রাজয়ী'। এটি আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ রহমত, যা স্বামীদের ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেয়।

সংজ্ঞা:

'রাজয়ী' (رجعي) শব্দটি 'রুজু' বা ফিরে আসা থেকে এসেছে। শরিয়তের পরিভাষায়, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এমনভাবে তালাক দেয় যে, তালাকের পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালীন সময়ে নতুন কোনো বিবাহ চুক্তি (আকদ) বা মোহর ছাড়াই

স্বামী তাকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, তবে তাকে 'তালাকে রাজয়ী' বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলে।

শর্ত ও বৈশিষ্ট্য:

১. তালাকটি অবশ্যই সহবাসের পরে হতে হবে। সহবাসের আগে তালাক দিলে তা রাজয়ী হয় না, বাইন হয়।

২. তালাকটি এক বা দুই তালাক হতে হবে। তিন তালাক হলে তা রাজয়ী থাকে না।

৩. তালাকটি সরীহ বা স্পষ্ট শব্দে হতে হবে। কিনায়া শব্দে দিলে বাইন হয়ে যায়।

বিধান ও ফলাফল:

- **সম্পর্ক বহাল:** রাজয়ী তালাক দিলেও ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হয়। স্ত্রী স্বামীর ঘরেই থাকবে এবং তার ভরণপোষণ পাবে।
- **রুজু করার ক্ষমতা:** ইদ্দতের ভেতরে স্বামী মৌখিকভাবে ("তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম") বা কাজের মাধ্যমে (স্পর্শ/সহবাস) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। এতে স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।
- **ইদ্দত শেষ হলে:** যদি ইদ্দত (তিন হায়েজ) শেষ হয়ে যায় এবং স্বামী ফিরিয়ে না নেয়, তবে তালাকটি 'বাইন' হয়ে যাবে এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে।

৫৬. বাইন তালাক কী? (ما هو الطلاق البائن؟)

উত্তর:

তালাকের অপর একটি প্রকার হলো 'তালাকে বাইন' বা বিচ্ছেদকারী তালাক। এটি রাজয়ী তালাকের বিপরীত এবং এর ফলাফল অত্যন্ত কঠোর।

সংজ্ঞা:

'বাইন' (بائن) শব্দের অর্থ হলো পৃথক, বিচ্ছিন্ন বা দূরবর্তী। পারিভাষিক অর্থে, যে তালাক প্রদানের সাথে সাথেই বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইদ্দতের ভেতরেও স্বামী স্ত্রীকে একতরফাভাবে ফিরিয়ে নিতে (রুজু করতে) পারে না, তাকে তালাকে বাইন বলে।

বাইন তালাক হওয়ার কারণসমূহ:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তালাক বাইন হয়:

১. কিনায়া শব্দ: অস্পষ্ট শব্দে (যেমন— "চলো যাও", "আলাদা হয়ে যাও") তালাক দিলে।

২. সহবাসের আগে: বিয়ের পর সহবাস বা খিলওয়াতের আগেই তালাক দিলে।

৩. বিনিময়: স্ত্রী যদি টাকা বা মোহরের বিনিময়ে তালাক (খুলা) নেয়।

৪. চরম উপমা: তালাকের সাথে কঠোর কোনো বিশেষণ যুক্ত করলে (যেমন— "কঠিন তালাক", "পাহাড়সম তালাক")।

৫. ইদ্দত অতিক্রান্ত: রাজয়ী তালাকের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তা বাইন হয়ে যায়।

বিধান ও ফলাফল:

- **তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদ:** তালাক দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই স্ত্রী স্বামীর জন্য 'আজনাবি' বা পরনারী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে পর্দা করা জরুরি।
- **রুজু নেই:** স্বামী চাইলেও ইদ্দতের ভেতরে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারে না।
- **পুনর্বিবাহ:** তারা যদি আবার সংসার করতে চায়, তবে নতুন করে আকদ (বিবাহ চুক্তি) এবং নতুন মোহর নির্ধারণ করতে হবে। এতে স্ত্রীর সম্মতি অবশ্যই লাগবে। একে 'বাইন সুগরা' বলা হয়। (তবে তিন তালাক বা বাইন কুবরা হলে হালালা ছাড়া উপায় নেই)।

৫৭. বাইন তালাকের পর কি রাজআত (ফিরিয়ে নেওয়া) বৈধ? (هل تجوز الرجعة بعد الطلاق البائن؟)

উত্তর:

‘রাজআত’ বা রুজু করার অধিকার কেবল ‘তালাকে রাজয়ী’র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তালাকে বাইন বা বিচ্ছেদকারী তালাকের ক্ষেত্রে রাজআতের বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং শর্তসাপেক্ষ।

সরাসরি রাজআতের বিধান:

হানাফি ফিকহের সর্বসম্মত ফতোয়া হলো— বাইন তালাকের পর ‘রাজআত’ বা সরাসরি ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়।

অর্থাৎ, স্বামী চাইলেই বলতে পারবে না যে “আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম”। বাইন তালাকের মাধ্যমে বৈবাহিক মালিকানা বা ‘মিলকুন নিকাহ’ সাথে সাথেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই ফিরিয়ে নেওয়ার মতো কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না।

পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের উপায় (তাজদিদে নিকাহ):

যদিও সরাসরি রাজআত বৈধ নয়, তবে তালাকে বাইন যদি ‘সুগরা’ (ছোট বিচ্ছেদ—এক বা দুই তালাক) হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত হলে নতুন বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে আবার ঘর করতে পারবে। একে ‘তাজদিদে নিকাহ’ বা বিবাহ নবায়ন বলা হয়।

এর জন্য শর্তগুলো হলো:

১. নতুন আকদ: নতুন করে ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) হতে হবে।

২. সাক্ষী: সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হবে।

৩. নতুন মোহর: নতুন করে মোহর ধার্য করতে হবে।

৪. ইদ্দত: এই বিবাহ ইদ্দতের ভেতরেও হতে পারে, আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পরেও হতে পারে।

ব্যতিক্রম (বাইন কুবরা):

যদি বাইন তালাকটি ‘তিন তালাক’ বা ‘মুগাল্লাজা’ হয়, তবে নতুন বিবাহ করেও স্ত্রীকে ফেরানো যাবে না, যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য কোথাও বিবাহ করে, সহবাস হয় এবং সেখান থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয় (হালালা)।

৫৮. তালাকের ক্ষেত্রে তাফভীয (অধিকার অর্পণ)-এর অর্থ কী? (ما هو معنى التفويض في الطلاق؟)

উত্তর:

শরিয়তে তালাক প্রদানের মূল ক্ষমতা বা ‘ইখতিয়ার’ স্বামীর হাতে ন্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বিবাহের বন্ধন যার হাতে...” (সূরা বাকারা: ২৩৭)। তবে স্বামী চাইলে তার এই ক্ষমতা স্ত্রী বা অন্য কাউকে প্রদান করতে পারেন। ফিকহের পরিভাষায় একে ‘তাফভীযুত তালাক’ বা তালাকের ক্ষমতা অর্পণ বলা হয়।

অর্থ ও তাৎপর্য:

‘তাফভীয’ (تفويض) অর্থ হলো সোপর্দ করা বা দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। পারিভাষিক অর্থে, স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে এই অধিকার দেওয়া যে, সে চাইলে নিজের ওপর নিজেই তালাক পতিত করতে পারবে।

তাফভীযের পদ্ধতি:

স্বামী স্ত্রীকে বলতে পারে— “তোমার তালাকের বিষয় তোমার হাতে” (আমরুকি বি-ইয়াদিকি) অথবা “তুমি চাইলে নিজেকে তালাক দাও”।

বিধান:

১. স্বামী ক্ষমতা অর্পণ করলে স্ত্রী সেই ক্ষমতাবলে নিজেকে তালাক দিতে পারে। স্ত্রীর দেওয়া এই তালাক স্বামীর দেওয়া তালাক হিসেবেই গণ্য হবে।

২. ক্ষমতা দেওয়ার পর স্বামী তা আর প্রত্যাহার করতে বা ফিরিয়ে নিতে পারে না। এটি স্ত্রীর অধিকার হয়ে যায়।

৩. স্বামী নিজেও তালাক দিতে পারবে, আবার স্ত্রীও পারবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা দিলে স্বামীর ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় না।

৪. আমাদের দেশের কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামে এই 'তাফভীয'-এর ক্ষমতাই স্ত্রীকে দেওয়া হয়, যার ভিত্তিতে স্ত্রীরা প্রয়োজনে তালাক নিতে পারে।

৫৯. শর্তাধীন তালাক (তালাকুন মুআল্লাক)-এর বিধান কী? (ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟)

উত্তর:

তালাক সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়। কিন্তু কখনো কখনো স্বামী তালাককে কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনার সাথে বা শর্তের সাথে যুক্ত করে দেয়। একে 'তালাকে মুআল্লাক' বা শর্তযুক্ত তালাক বলা হয়। যেমন স্বামী বলল: "তুমি যদি বাবার বাড়ি যাও, তবে তুমি তালাক।"

হানাফি মাযহাবের বিধান:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফিকহের অকাট্য ফতোয়া হলো—

"শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে।"

(عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَنْزِلُ الْجَزَاءُ)

অর্থাৎ, স্বামী যদি কোনো কাজের সাথে তালাককে ঝুলিয়ে দেয়, তবে সেই কাজটি ঘটার সাথে সাথে তালাক কার্যকর হবে। এতে স্বামীর নিয়ত তালাক দেওয়া থাকুক বা কেবল ভয় দেখানো থাকুক—তা ধর্তব্য নয়।

শর্তের ধরন:

১. সাধারণ শর্ত (ইন/ইজা): যদি স্বামী বলে, "তুমি যদি বের হও, তবে তালাক"—তবে একবার বের হলেই এক তালাক হবে এবং শপথ শেষ হয়ে যাবে। এরপর বের হলে আর তালাক হবে না।

২. সর্বকালীন শর্ত (কুল্লামা): যদি বলে, "যতবার বের হবে, ততবার তালাক"—তবে প্রতিবার বের হওয়ার সাথে সাথে একেকটি তালাক হতে থাকবে, যতক্ষণ না তিন তালাক পূর্ণ হয়।

ফেরানোর উপায়:

একবার শর্তযুক্ত করলে স্বামী তা আর বাতিল করতে পারে না। এটি তলোয়ারের মতো ঝুলতে থাকে। তাই রাগের মাথায় শর্তযুক্ত তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি সংসার ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

৬০. খুলা (বিনিময় তালাক)-এর পরিচয় ও শরয়ী বিধান কী? (مَا هُوَ الْخُلْعُ وَمَا حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ؟)

উত্তর:

পারিবারিক জীবনে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে স্বামী তালাক দিতে চায় না, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর সাথে সংসার করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। এমতাবস্থায় ইসলামি শরিয়ত স্ত্রীকে বিচ্ছেদের উদ্যোগ নেওয়ার অধিকার দিয়েছে, যাকে 'খুলা' বলা হয়।

পরিচয়:

আভিধানিক অর্থে 'খুলা' (خُلْعٌ) মানে খুলে ফেলা বা শরীর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলা। পবিত্র কুরআনে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পোশাক বলা হয়েছে। খুলা করার মাধ্যমে তারা সেই পোশাক খুলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পারিভাষিক অর্থে, স্ত্রী কর্তৃক কোনো মালের বিনিময়ে (যেমন— মহর মাফ করে দেওয়া বা টাকা দেওয়া) স্বামীর সম্মতি সাপেক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেওয়াকে খুলা বলে।

শরয়ী বিধান:

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে এবং আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করার আশঙ্কা থাকলে খুলা করা 'জায়েজ'। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তবে স্ত্রী যা বিনিময় দেয় (বিয়ে ভাঙার জন্য), তাতে তাদের কোনো গুনাহ নেই।" (সূরা বাকারা: ২২৯)

তবে বিনা কারণে স্বামীর কাছে খুলা চাওয়া গুনাহের কাজ। হাদিসে বলা হয়েছে, অকারণে খুলা প্রার্থনাকারী নারী জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

ফলাফল:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, খুলার মাধ্যমে 'তালাকে বাইন' পতিত হয়। অর্থাৎ, সাথে সাথেই বিবাহ ভেঙে যায় এবং স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। তবে তারা চাইলে নতুন করে বিবাহ করতে পারে। খুলার বিনিময় হিসেবে স্ত্রী সাধারণত তার মহর মাফ করে দেয়। স্বামী যদি অত্যাচারী হয়, তবে তার জন্য বিনিময় নেওয়া মাকরুহ, কিন্তু স্ত্রী দোষী হলে বিনিময় নেওয়া বৈধ।

৬১. ঈলা (শপথের মাধ্যমে বিচ্ছেদ)-এর সংজ্ঞা ও হুকুম কী? (مَا تَعْرِيفُ الْإِيلَاءِ وَمَا حُكْمُهُ؟)

উত্তর:

জাহেলি যুগে নারীদের কষ্ট দেওয়ার একটি প্রথা ছিল 'ঈলা'। স্বামীরা কসম করত যে তারা স্ত্রীদের কাছে যাবে না, ফলে নারীরা ঝুলে থাকত। ইসলাম এই প্রথার সংস্কার করেছে।

সংজ্ঞা:

'ঈলা' (إِيلَاءٌ) শব্দের অর্থ হলো কসম বা শপথ করা। শরিয়তের পরিভাষায়, স্বামী কর্তৃক আল্লাহ তাআলার নামে বা কোনো শর্তের মাধ্যমে কসম করে বলা যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস বা দৈহিক মিলন করবে না— এই অবস্থাকে ঈলা বলা হয়। যেমন স্বামী বলল: "আল্লাহর কসম! আমি চার মাস তোমার কাছে যাব না।"

হুকুম ও সময়সীমা:

হানাফি মাযহাব মতে, ঈলার সময়সীমা হলো চার মাস।

১. চার মাসের আগে মিলন করলে: স্বামী যদি কসম করার পর চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তবে ঈলা বাতিল হয়ে যাবে এবং বিবাহ ঠিক থাকবে। কিন্তু কসম ভাঙার কারণে স্বামীকে 'কসমের কাফফারা' (১০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো বা ৩টি রোজা) দিতে হবে।

২. চার মাস অতিবাহিত হলে: যদি স্বামী জেদ করে চার মাস পার করে দেয় এবং মিলন না করে, তবে হানাফি মতে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এক 'তালাকে বাইন' পতিত হয়ে যাবে। এতে কাজীর রায়ের প্রয়োজন নেই।

উদ্দেশ্য:

শরিয়ত এই বিধান দিয়েছে যাতে স্বামী অনির্দিষ্টকাল স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখতে না পারে। হয় তাকে স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে হবে, নতুবা স্ত্রীকে মুক্তি দিতে হবে। এটি নারীর অধিকার রক্ষার একটি আইনি কবচ।

৬২. জিহার (মায়ের সাথে তুলনা)-এর পরিচয় ও কাফফারা কী? (مَا هُوَ الظِّهَارُ وَمَا كَفَّارَتُهُ؟)

উত্তর:

'জিহার' ইসলামপূর্ব যুগের একটি কুপ্রথা, যা ইসলামে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়।

পরিচয়:

'জিহার' (ظِهَارٌ) শব্দটি 'জাহার' বা পিঠ থেকে এসেছে। পারিভাষিক অর্থে, স্বামী কর্তৃক নিজের স্ত্রীকে এমন কোনো মাহরাম নারীর (যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম) শরীরের অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যা সাধারণত দেখা হারাম। যেমন রাগের মাথায় স্বামী বলল: "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো" (আনতি আলাইয়্যা কাজাহরি উম্মি)। এর মাধ্যমে জাহেলি যুগে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হতো না, আবার স্ত্রীর অধিকারও দেওয়া হতো না।

বিধান:

ইসলামে জিহার করা হারাম এবং কবিরা গুনাহ। জিহার করলে তালাক হয় না, কিন্তু কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা তাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা হারাম হয়ে যায়।

কাফফারা (জরিমানা):

জিহারকারী স্বামীকে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগে অবশ্যই কাফফারা আদায় করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ:

১. গোলাম আজাদ করা: (বর্তমানে দাসপ্রথা না থাকায় এটি প্রযোজ্য নয়)।

২. ধারাবাহিক রোজা: যদি দাস মুক্ত করতে না পারে, তবে একাধারে দুই মাস (৬০ দিন) রোজা রাখতে হবে। মাঝখানে একদিন ভাঙলে আবার শুরু থেকে গণনা করতে হবে।

৩. মিসকিন খাওয়ানো: যদি বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

যতক্ষণ কাফফারা আদায় না করবে, ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীর বাধা উপেক্ষা করে নিজেকে রক্ষা করবে এবং প্রয়োজনে কাজীর মাধ্যমে কাফফারা আদায়ে বাধ্য করবে।

৬৩. লিআন (লানত বা অভিশাপ)-এর সংজ্ঞা ও পদ্ধতি কী? (مَا تَعْرِيفُ اللِّعَانِ وَكَيْفِيَّتُهُ؟)

উত্তর:

দাম্পত্য জীবনে স্বামী যদি স্ত্রীর চরিত্রের ওপর অপবাদ দেয়, তবে তা সমাধানের জন্য শরিয়ত 'লিআন'-এর বিধান রেখেছে।

সংজ্ঞা:

'লিআন' (لِعَانٌ) অর্থ হলো লানত বা অভিশাপ দেওয়া। শরিয়তের পরিভাষায়, স্বামী যখন তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের (জিনা) অভিযোগ আনে অথবা সন্তানের পিতৃপরিচয় অস্বীকার করে, কিন্তু তার কাছে চারজন সাক্ষী নেই, তখন কাজীর সামনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিশেষ পদ্ধতিতে কসম খাওয়া এবং একে অপরের ওপর লানত বর্ষণ করাকে লিআন বলে।

পদ্ধতি:

সূরা নূরের ৬-৯ আয়াত অনুযায়ী লিআনের পদ্ধতি হলো:

১. স্বামীর কসম: স্বামী চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে যে সে সত্যবাদী। পঞ্চম বার বলবে, "যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তবে আমার ওপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক।"

২. স্ত্রীর কসম: এরপর স্ত্রী চারবার কসম খেয়ে বলবে যে স্বামী মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বার বলবে, "যদি স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে আমার ওপর আল্লাহর গজব (ক্রোধ) বর্ষিত হোক।"

ফলাফল:

উভয়ে যখন এই কসম ও লানত সম্পন্ন করবে, তখন হানাফি মাযহাব মতে কাজী তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এই বিচ্ছেদ 'তালাকে বাইন' হিসেবে গণ্য হবে এবং তারা একে অপরের জন্য হারাম হয়ে যাবে। সন্তানের নসব অস্বীকার করলে সন্তান মায়ের দিকে সম্পৃক্ত হবে।

৬৪. ইদ্দত (প্রতীক্ষাকাল)-এর সংজ্ঞা ও হিকমত কী? (مَا تَعْرِيفُ الْعِدَّةِ وَمَا حِكْمَتُهَا؟)

উত্তর:

বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহে আবদ্ধ হতে নিষেধ করা হয়েছে। তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয়।

সংজ্ঞা:

'ইদ্দত' (عِدَّةٌ) শব্দের অর্থ গণনা করা। পারিভাষিক অর্থে, তালাক, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীর গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অথবা মৃত স্বামীর প্রতি শোক প্রকাশের জন্য শরিয়ত নির্ধারিত যে সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তাকে ইদ্দত বলে।

হিকমত বা উদ্দেশ্য:

১. বংশ রক্ষা (বারাআতুর রহম): গর্ভে পূর্বের স্বামীর সন্তান আছে কি না তা যাচাই করা। যাতে সন্তানের পিতৃপরিচয় (নসব) নিয়ে জটিলতা না হয় এবং এক স্বামীর সন্তান অন্য স্বামীর নামে না চলে যায়।

২. স্বামীর সম্মান: মৃত্যুর ক্ষেত্রে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের সম্মানার্থে শোক প্রকাশ করা।

৩. পুনর্মিলনের সুযোগ: তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়ে স্বামী রাগ কমিয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার (রুজু) সুযোগ পায়।

সময়কাল:

- ঋতুবতী নারীর তালাকের ইদ্দত: **তিন হায়েজ** (মাসিক)।
- বয়স্ক বা ঋতুহীন নারীর তালাকের ইদ্দত: **তিন মাস**।
- বিধবার ইদ্দত: **চার মাস দশ দিন**।
- গর্ভবতী নারীর ইদ্দত: **সন্তান প্রসব পর্যন্ত**।

৬৫. রাজআত বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি ও শর্ত কী? (مَا كَيْفِيَّةُ الرَّجْعَةِ وَشُرُوطُهَا؟)

উত্তর:

তালাকে রাজয়ী বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়ার পর সংসার জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়াকে 'রাজআত' বা 'রুজু' বলে।

সংজ্ঞা:

ইদ্দতের ভেতরে নতুন বিবাহ চুক্তি বা মোহর ছাড়াই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে রাজআত বলে।

পদ্ধতি:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী রুজু দুইভাবে হতে পারে:

১. কথার মাধ্যমে (কাউলি): স্বামী স্পষ্ট ভাষায় বলবে, "আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম" বা "রুজু করলাম"। এটি সুন্নাত ও উত্তম পদ্ধতি। এর সাথে দুজন সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব।

২. কাজের মাধ্যমে (ফেলি): স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর সাথে স্বামী-সুলভ আচরণ করে— যেমন সহবাস করা, চুম্বন করা বা কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা— তবে এর দ্বারাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে রুজু হয়ে যাবে। তবে সাক্ষী ছাড়া কাজের মাধ্যমে রুজু করা মাকরুহ, কারণ এতে পরে অস্বীকার করার সুযোগ থাকে।

শর্তাবলি:

১. তালাকটি অবশ্যই 'রাজয়ী' (১ বা ২ তালাক) হতে হবে। বাইন বা তিন তালাক হলে রুজু চলবে না।

২. রুজু অবশ্যই ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে হতে হবে। ইদ্দত শেষ হলে রুজু করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

৩. রুজু করার জন্য স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই, স্বামী একাই করতে পারে।

৬৬. হিযানাত (সন্তান প্রতিপালন)-এর ক্ষেত্রে কার অগ্রাধিকার বেশি? (مَنْ لَهُ حَقُّ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي الْحِضَانَةِ؟)

উত্তর:

বিবাহ বিচ্ছেদের পর নাবালক সন্তানের আশ্রয় ও লালন-পালন নিয়ে যে বিধান, তাকে 'হিযানাত' বলা হয়। হানাফি ফিকহে সন্তানের কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে মায়ের অধিকারকে সবার ওপরে রাখা হয়েছে।

অগ্রাধিকারের ক্রমধারা:

১. মা (আল-উম্ম): সন্তানের ছোট বয়সে মায়ের স্নেহ ও যত্নের বিকল্প নেই। তাই মা সবার আগে হকদার। হানাফি মতে, মা ছেলে সন্তানকে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানকে সাবালিকা (৯-১২ বছর) হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখার অধিকার রাখেন। বাবা জোর করে নিতে পারবে না।

২. নানি (মায়ের মা): মা যদি মারা যান, বা অন্যত্র বিবাহ করেন, বা অযোগ্য হন, তবে অধিকার বাবার কাছে যাবে না; বরং মায়ের মা বা নানির কাছে যাবে। কারণ নানির স্নেহ মায়ের মতোই।

৩. দাদি (বাবার মা): নানি না থাকলে দাদির অধিকার।

৪. বোন ও খালা: এরপর যথাক্রমে বোন, খালা ও ফুফুর অধিকার আসে।

নারীদের এই অগ্রাধিকার ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ তারা সন্তানের দেখাশোনা করতে সক্ষম হন এবং এমন কাউকে বিবাহ না করেন যে সন্তানের জন্য পরপুরুষ (গায়ের মাহরাম)। নির্দিষ্ট বয়স পার হলে সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব (বেলায়েত) বাবার কাছে ন্যস্ত হয়।

৬৭. সন্তানের ভরণপোষণ (নাফাকাতুল আওলাদ) কার ওপর ওয়াজিব? (عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ؟)

উত্তর:

সন্তান পৃথিবীতে আসার মাধ্যম বাবা-মা হলেও, শরিয়ত সন্তানের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব বা 'নাফাকাহ' কেবল বাবার ওপর ন্যস্ত করেছে।

বিধান:

হানাফি ফিকহের সর্বসম্মত ফতোয়া হলো— "ছোট ও অভাবী সন্তানের ভরণপোষণ একমাত্র পিতার ওপর ওয়াজিব।" মা ধনী হলেও তাকে সন্তানের খরচ দিতে বাধ্য করা হবে না, যদি বাবা জীবিত ও সক্ষম থাকেন।

মেয়াদ ও শর্ত:

১. ছেলে সন্তান: ছেলে যতক্ষণ নাবালক (ছোট) থাকে, ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ খরচ (খাবার, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা) বাবার দায়িত্বে। ছেলে বালেগ বা কর্মক্ষম হওয়ার পর বাবার ওপর আর ওয়াজিব নয়, তখন ছেলেকে উপার্জন করতে হবে। তবে ছেলে যদি অক্ষম, প্রতিবন্ধী বা ইলম অর্জনে মগ্ন থাকে, তবে বাবা চালিয়ে যাবেন।

২. মেয়ে সন্তান: মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা নেই। মেয়ে বালেগ হলেও তার খরচ বাবার ওপর ওয়াজিব, যতক্ষণ না তার বিয়ে হয়। এমনকি তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হয়ে মেয়ে ফিরে আসলে এবং তার নিজস্ব সম্পদ না থাকলে, বাবাকেই আবার খরচ দিতে হবে।

বাবা যদি গরিব কিন্তু সুস্থ হন, তবে তাকে কাজ করে উপার্জন করতে বাধ্য করা হবে। আর বাবা অক্ষম হলে তখন দাদা বা মায়ের ওপর দায়িত্ব বর্তাবে।

৬৮. নিখোঁজ ব্যক্তি (মফকুদ)-এর স্ত্রীর বিধান কী? (مَا حُكْمُ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ؟)

উত্তর:

স্বামীর কোনো খোঁজ নেই, সে জীবিত না মৃত জানা যাচ্ছে না— এমন নারীকে 'মফকুদের স্ত্রী' বলা হয়। এটি নারীদের জন্য এক চরম সংকটময় অবস্থা।

হানাফি মাযহাবের মূল মত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূল মত হলো, মফকুদ ব্যক্তির সমবয়সী সকল মানুষ (৯০-১০০ বছর) মারা না যাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ ভাঙে না। এই মতটি পালন করা নারীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর।

বর্তমান ফতোয়া:

পরবর্তী যুগের হানাফি ফকিহগণ এবং বিশেষ করে আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) নারীদের কষ্ট লাঘবের জন্য মালেকি মাযহাবের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশের আদালত ও দারুল ইফতাগুলোতে এই ফতোয়াই কার্যকর।

পদ্ধতি:

১. স্ত্রী কাজীর আদালতে বা শরয়ী বোর্ডের কাছে আবেদন করবে।

২. যথাযথ অনুসন্ধানের পর স্বামীর খোঁজ না পাওয়া গেলে কাজী স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দেবেন।

৩. চার বছর পর কাজী স্বামীকে 'মৃত' ঘোষণা করবেন।

৪. এরপর স্ত্রী বিধবার মতো ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে।

৫. ইদ্দত শেষ হলে সে অন্য কোথাও বিবাহ করতে পারবে। এটি শরিয়তের 'মাসলাহাতে মুরসালা' বা জনকল্যাণ নীতির ওপর ভিত্তি করে গৃহীত।

৬৯. ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ)-এর কারণে বিবাহের ওপর কী প্রভাব পড়ে? (مَا أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى النِّكَاحِ؟)

উত্তর:

ঈমান হলো মুসলিম বিবাহের মূল ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি (নাউজুবিল্লাহ) ইসলাম ত্যাগ করে বা মুরতাদ হয়ে যায়, তবে সেই ভিত্তি ধসে পড়ে।

হানাফি বিধান:

হানাফি ফিকহের ফতোয়া অনুযায়ী, স্বামী বা স্ত্রী—যেই মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হোক না কেন, তাদের বিবাহ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল (ফাসখ) হয়ে যাবে। এখানে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং কাজীর রায়েরও অপেক্ষা করতে হয় না। ঈমান যাওয়ার মুহূর্ত থেকেই তারা একে অপরের জন্য হারাম হয়ে যায়।

বিস্তারিত হুকুম:

১. স্বামী মুরতাদ হলে: বিবাহ সাথে সাথে ভেঙে যাবে। যদি তাদের সহবাস হয়ে থাকে, তবে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। আর সহবাস না হলে অর্ধেক পাবে। স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তওবা করে ফিরে এলে হানাফি মতে নতুন আকদ বা বিবাহ করতে হবে।

২. স্ত্রী মুরতাদ হলে: প্রাচীন ফতোয়া অনুযায়ী স্ত্রীকে দাসী বানানো হতো। কিন্তু বর্তমান যুগের ফতোয়া হলো— বিবাহ ভেঙে যাবে। তবে স্ত্রী যাতে বিয়ে ভাঙার জন্য এই কৌশল ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তওবা করানো হবে।

৩. উত্তরাধিকার: মুরতাদ ব্যক্তি তার মুসলিম আত্মীয়ের বা স্বামী/স্ত্রীর ওয়ারিশ হতে পারে না। তার সাথে মুসলিম সমাজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।